দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 13 MAR 1998
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে প্যারা মেডিকেল শিক্ষা সম্পর্কে কোন দিকনির্দেশনা নেই

আবদুল মান্নান ঃ জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির ১৯৯৭ সালে প্রণীত শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে দেশের প্যারা মেডিকেল শিক্ষা সম্পর্কে কোন দিকনির্দেশনা নেই। একটি সূত্র জানায়, শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে যেসব তথ্য প্যারামেডিক্স শিক্ষা সম্পর্কে উপস্থাপন করা হয়েছে, তা বাস্তবসম্মত ও তথ্যভিত্তিক নয়। বর্তমানে প্যারা মেডিকেল শিক্ষা কিভাবে বা এর শিক্ষা কোর্স কি, পদ্ধতি কি—এসব সম্পর্কে না জেনেই শিক্ষা কমিশন তার রিপোর্টে পুরনো শিক্ষা কোর্সভিত্তিক রিপোর্ট দিয়েছে। ফলে প্যারা মেডিকেল শিক্ষার্থীরা অবমূল্যায়নের শিকার হতে চলেছেন। সূত্র জানায়, ১৯৮৯ সনে প্যারা মেডিকেল শিক্ষার নাম পরিবর্তন করে ডিপ্লোমা হেলথ টেকনোলজি কোর্স করা হয়। উক্ত হেলথ টেকনোলজি কোর্স

(৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্যারামেডিকেল শিক্ষা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

৩ বছর মেয়াদী কোর্স। এই কোর্সে যে ৬টি বিষয় পড়ানো হয় সেগুলো হচ্ছে- ল্যাবরেটরী কৌশলী, রেডিওগ্রাফ কৌশলী, ডেন্টাল কৌশলী, ফিজিও থেরাপী কৌশলী, রেডিও থেরাপী কৌশলী ও স্যানিটারী ইনস্পেক্টর। প্রণীত শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে এই ডিপ্লোমা কোর্সে নবম শ্রেণী পর্যন্ত যোগ্যতাধারীদেরকে ভর্তি করা হয় বলে বলা হয়েছে। আসলে এই তথ্য সঠিক নয়। এই ডিপ্লোমা কোর্সে এসএসসি ২য় বিভাগে উত্তীর্ণদেরকে ভর্তি করা হয়। সর্বোপরি একটি শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে একটি পেশা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ থাকা প্রয়োজন। এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ না থাকায় হেলথ টেকনোলজিস্টরা স্বভাবতই হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন। সূত্র জানায়, ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে উক্ত হেলথ ডিপ্লোমাধারীদেরকে জ্ঞানলাভের জন্য সেবাবিদ্যার ন্যায় উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখপূর্বক হেলথ টেকনোলজি কোর্সে বিএসসি এবং এমএসসি ডিগ্রি চালু করার সুপারিশ করা হয়। একই সাথে এই রিপোর্টে অন্যান্য ডিপ্লোমাধারীদের সমপর্যায়ের কোর্সের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ডিপ্লোমা কোর্স প্রণয়ন এবং আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা একইভাবে প্রদানের সুপারিশ করা হয়। বর্তমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে ডিপ্লোমা টেকনোলজি কোর্স সম্পর্কে কোন দিক নির্দেশনা নেই। অথচ প্রতিটি হাসপাতাল ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে হেলথ টেকনোলজিস্ট হচ্ছে- অপরিহার্য ব্যক্তি। হেলটেকনোলজিস্ট ছাড়া হাসপাতালগুলোতে কাজ শুরু করা যায় না। তাই এ বিষয়টির প্রতি শিক্ষা কমিশনের যেমন দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন তেমনি সরকারের দৃষ্টি জরুরী।